কাস্টমস স্টেশনে যাত্রী ও পণ্য গমনাগমন

কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট
ঢাকা (পূর্ব), ঢাকা

কাস্টমস স্টেশনে যাত্রী ও পণ্য গমনাগমন

কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট
ঢাকা (পূর্ব), ঢাকা

প্রকাশ কাল
২০২৪-২০২৫

প্রকাশক

কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট
ঢাকা (পূর্ব), ঢাকা

মুদ্রণে

যাত্রী (অপর্যটক) ব্যাগেজ (আমদানি) বিধিমালা, ২০২৩

ভূমিকা

প্রতিদিন বিভিন্ন কাস্টমস বিমান বন্দর ও কাস্টমস স্টেশন দিয়ে অসংখ্য যাত্রী বাংলাদেশে আগমন করেন। প্রায়ই কিছু কিছু যাত্রী বিমান বন্দর বা কাস্টমস স্টেশন দিয়ে পণ্য ব্যাগেজে আনার ক্ষেত্রে শুল্ক-কর পরিশোধের ক্ষেত্রে বিড়ম্বনায় পড়েন। কোন কোন পণ্য ব্যাগেজে আমদানি করা যায় এবং কোন কোন পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক-কর প্রযোজ্য ও কোন কোন ক্ষেত্রে শুল্ক-কর প্রযোজ্য নয় এ বিষয়ে যাত্রী যাতে অবগত হতে পারেন সে লক্ষ্যে এ পুস্তিকা প্রকাশ করা হলো-

আলোচ্য বিষয়

- আকাশ এবং জলপথে আগত যাত্রীর শুল্ক ও কর সুবিধা কি
- স্থল পথে আগত যাত্রীর জন্য সুবিধা কি
- অসুস্থ, পঙ্গু ও বৃদ্ধ যাত্রীর জন্য সুবিধা কি
- ক্রু, নাবিক এবং অন্যান্যদের জন্য সুবিধা কি
- কোন কোন যাত্রী গ্রিন চ্যানেল ব্যবহার করবেন
- কোন কোন যাত্রী রেড চ্যানেল ব্যবহার করবেন
- মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে অব্যাহতি কি
- বাণিজ্যিক পরিমাণে ব্যাগেজ আমদানির ক্ষেত্রে পণ্য খালাস পদ্ধতি কি
- ব্যাগেজ কি কি পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক কর পরিশাধ করতে হয়
- ব্যাগেজ কি কি পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক কর পরিশাধ করতে হয় না
- ব্যাগেজে আনীত পণ্য কখন আটক হয়

প্রশ্ন: যাত্রী ও ব্যাগেজ অর্থ কি?

উত্তর: যাত্রী: যাত্রী (অপর্যটক) ব্যাগেজ (আমদানি) বিধিমালা, ২০২৩ অনুযায়ী যাত্রী অর্থ বিদেশ হতে আগত কোন যাত্রী।

ব্যাগেজ: যাত্রী (অপর্যটক) ব্যাগেজ (আমদানি) বিধিমালা, ২০২৩ অনুযায়ী ব্যাগেজ অর্থ কোন যাত্রী কর্তৃক আমদানিকৃত যুক্তিসংগত পরিমাণের খাদ্যদ্রব্য, পরিধেয়, গৃহস্থালি বা অন্যবিধ ব্যক্তিগত সামগ্রী, যার প্রতিটি আইটেমের ওজন ১৫ কেজির অধিক নয়।

প্রশ্ন: আকাশ এবং জলপথে আগত যাত্রী কিভাবে শুল্ক-কর পরিশোধ ব্যতিরেকে ব্যাগেজ খালাস নিতে পারেন?

উত্তর: আকাশ এবং জলপথে আগত যাত্রীর শুল্ক ও কর সুবিধা: আকাশ এবং জলপথে আগত ১২ (বার) বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সের যাত্রীর সংগে আনীত হাতব্যাগ, কেবিনব্যাগ বা অন্যবিধ উপায়ে আনীত মোট ৬৫ (পঁয়ষট্টি) কিলোগ্রাম ওজনের অতিরিক্ত নয় এরূপ ব্যাগেজ সকল প্রকার শুল্ক ও কর পরিশোধ ব্যতিরেকে খালাসযোগ্য হবে।

উল্লিখিত ব্যাগেজের অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) কিলোগ্রাম ওজনের আনীত পরিধেয় বস্ত্র, ব্যক্তিগত ব্যবহার্য সামগ্রী, বই, সাময়িকী এবং পড়াশুনার সামগ্রী সকল প্রকার শুল্ক ও কর পরিশোধ ব্যতিরেকে খালাসযোগ্য হবে।

১২ (বার) বছরের কম বয়সের যাত্রীর ক্ষেত্রে অনধিক ৪০ (চল্লিশ) কিলোগ্রাম ওজনের একটি কার্টন, ব্যাগ বা বস্তায় আনীত ব্যক্তিগত ব্যাগেজ সকল প্রকার শুল্ক ও কর পরিশোধ ব্যতিরেকে খালাসযোগ্য হবে, তবে বর্ণিত এই সুবিধা ব্যতীত অন্য কোন প্রকার সুবিধা ১২ (বার) বছরের কম বয়সের যাত্রী প্রাপ্য হবে না।

একজন বিদেশী পাসপোর্টধারী যাত্রী এক লিটার পর্যন্ত মদ বা মদ্য জাতীয় পানীয় (যেমন- স্পিরিট, বিয়ার, ইত্যাদি) সকল প্রকার শুল্ক ও কর পরিশোধ ব্যতিরেকে আমদানি করতে পারবেন।

একজন যাত্রী অনধিক ১০০ (একশত) গ্রাম ওজনের স্বর্ণালংকার অথবা ২০০ (দুইশত) গ্রাম ওজনের রৌপ্যের অলংকার [এক প্রকার অলংকার ১২ (বার) টির অধিক হইবে না।] সকল প্রকার শুল্ক ও কর পরিশোধ ব্যতিরেকে আমদানি করতে পারবেন।

প্রশ্ন: একজন যাত্রী বিদেশ হতে দেশে আগমনকালে অনধিক কত ওজনের স্বর্ণবার আমদানি করতে পারেন?

উত্তর: একজন যাত্রী বিদেশ হইতে দেশে আগমনকালে অনধিক ১১৭ (একশত সতের) গ্রাম (দশ তোলা) ওজনের স্বর্ণবার বা স্বর্ণপিন্ড সকল প্রকার শুল্ক ও কর পরিশোধ সাপেক্ষে আমদানি করতে পারবেন।

প্রশ্ন: একজন যাত্রী বিদেশ হতে দেশে আগমনকালে অনধিক কত ওজনের স্বর্ণালংকার আমদানি করতে পারেন?

উত্তর: একজন যাত্রী অনধিক ১০০ (একশত) গ্রাম ওজনের স্বর্ণালংকার অথবা ২০০ (দুইশত) গ্রাম ওজনের রৌপ্যের অলংকার [এক প্রকার অলংকার ১২ (বার) টির অধিক হইবে না।] সকল প্রকার শুল্ক ও কর পরিশোধ ব্যতিরেকে আমদানি করতে পারবেন।

প্রশ্ন: একজন বিদেশি যাত্রী বিদেশ হতে দেশে আগমনকালে কতটুকু মদ আমদানি করতে পারেন?

উত্তর: একজন বিদেশী পাসপোর্টধারী যাত্রী এক লিটার পর্যন্ত মদ বা মদ্য জাতীয় পানীয় (যেমন- স্পিরিট, বিয়ার, ইত্যাদি) সকল প্রকার শুল্ক ও কর পরিশোধ ব্যতিরেকে আমদানি করতে পারবেন।

প্রশ্ন: একজন নাবিক বা ক্রু বা বাসের চালক বিদেশ হতে দেশে আগমনকালে কি কি পণ্য শুল্ক-কর মুক্তভাবে আমদানি করতে পারেন?

উত্তর: নাবিক বা ক্রু কর্তৃক আমদানি: পেশাগত দায়িত্ব পালন শেষে বিদেশ হতে আগত বাংলাদেশী এয়ার লাইন্সে কর্তব্যরত কোন বাংলাদেশী ক্রু বা কর্মকর্তা এবং বাংলাদেশের কোন বিমান বন্দরে ফ্লাইট পরিচালনাকারী কোন বিদেশি এয়ার লাইন্সে কর্তব্যরত কোন বাংলাদেশী ক্রু বা কর্মকর্তা সর্বোচ্চ ৩০০ (তিনশত) মার্কিন ডলার মূল্যের ব্যাগেজ সকল প্রকার শুল্ক ও কর পরিশোধ ব্যতিরেকে আমদানি করতে পারবেন।

বিদেশী সমুদ্রবন্দর হতে আগমনকারী কোন জাহাজের বাংলাদেশী নাবিক বা কর্মকর্তা সর্বোচ্চ ৩০০ (তিনশত) মার্কিন ডলার মূল্যের ব্যাগেজ সকল প্রকার শুল্ক ও কর পরিশোধ ব্যতিরেকে আমদানি করতে পারবেন।

নাবিক বা কর্মকর্তা সাইন অফ করিলে তিনি অনুর্ধ্ব ২,০০০ (দুই হাজার) মার্কিন ডলার মূল্যের ব্যাগেজ আরোপযোগ্য সকল প্রকার শুল্ক ও কর পরিশোধক্রমে আমদানি করতে পারবেন।

বিদেশ হইতে আগত যাত্রীবাহী বাসের চালক ও স্টুয়ার্ডগণ (হেলপার বা এ্যাসিস্টেন্ট) পরিধেয় বস্ত্র, বিছানা (বেডিং) ও রন্ধনকৃত খাদ্য সামগ্রী এবং সর্বোচ্চ ৫০ (পঞ্চাশ) মার্কিন ডলার মূল্যের ব্যক্তিগত ও গৃহস্থালি পণ্য সকল প্রকার শুল্ক ও কর পরিশোধ ব্যতিরেকে আমদানি করতে পারবেন।

প্রশ্ন: গ্রিন এবং রেড চ্যানেল কি?

উত্তর: গ্রিন চ্যানেল: যাত্রী (অপর্যটক) ব্যাগেজ (আমদানি) বিধিমালা, ২০২৩ অনুযায়ী কোন যাত্রী শুল্ক ও কর আরোপযোগ্য পণ্যবহন না করলে তিনি বিমান বন্দরের যে চ্যানেল ব্যবহার করেন তাকে গ্রিন চ্যানেল বলে।

রেড চ্যানেল: যাত্রী (অপর্যটক) ব্যাগেজ (আমদানি) বিধিমালা, ২০২৩ অনুযায় কোন যাত্রী শুল্ক ও কর আরোপযোগ্য পণ্যবহন করলে তিনি বিমান বন্দরের যে চ্যানেল ব্যবহার করেন তাকে রেড চ্যানেল বলে।

প্রশ্ন: ব্যাগেজে আমদানিকৃত শুল্ক-কর মুক্ত কয়েকটি পণ্যের নাম লিখুন।

উত্তর: ব্যাগেজে আমদানিকৃত শুল্ক-কর মুক্ত কয়েকটি পণ্যের নাম নিম্নে দেয়া হলো-

১. ক্যাসেট পেয়ার/টু-ইন-ওয়ান;
২. ডিস্কম্যান/ওয়াকম্যান (অডিও);
৩. বহনযোগ্য অডিও সিডি পেয়ার:
৪. ডেস্কটপ/ল্যাপটপ কম্পিউটার (একটি ইউপিএস সহ);
৫. কম্পিউটার স্ক্যানার;
৬. কম্পিউটার প্রিন্টার;
৭. ফ্যাক্স মেশিন;
৮. ভিডিও ক্যামেরা;
৯. স্টিল ক্যামেরা/ডিজিটাল ক্যামেরা;
১০. সাধারণ/পুশবাটন/কর্ডলেস টেলিফোন সেট।

প্রশ্ন: ব্যাগেজে আমদানিকৃত শুল্ক-কর আরোপযোগ্য কয়েকটি পণ্যের নাম লিখুন।

উত্তর: ব্যাগেজে আমদানিকৃত শুল্ক-কর আরোপযোগ্য কয়েকটি পণ্যের নাম নিম্নে দেয়া হলো-

১. Plasma, LCD, TFT, LED ও অনুরূপ প্রযুক্তির টেলিভিশন।
৩০"-৩৬" পর্যন্ত ১০,০০০/- টাকা
২. ৪ (চার) এর অধিক তবে সর্বোচ্চ ৮টি স্পিকারসহ মিউজিক সেন্টার ৮,০০০/- টাকা
৩. রেফ্রিজারেটর/ডিপ ফ্রিজার ৫,০০০/-

৪. এয়ার কুলার/এয়ার কন্ডিশনার

(ক) উইনডো টাইপ (window type) ৭,০০০/- টাকা

(খ) স্পিডটি টাইপ (split type upto 18000 BTU) ১৫,০০০/- টাকা

৫. ডিশ এন্টেনা ৭,০০০/- টাকা

৬. স্বর্ণবার বা স্বর্ণপিন্ড (সর্বোচ্চ ১১৭গ্রাম) প্রতি ১১,৬৬৪গ্রাম ৪০০০/- টাকা

৭. রৌপ্যবার বা রৌপ্যপিন্ড (সর্বোচ্চ ২৩৪গ্রাম প্রতি ১১,৬৪৪গ্রাম বা ২০ তোলা) ৬/- টাকা

৮. HD Cam, DV Cam, BETA Cam Ges Professional কাজে ব্যবহৃত হয় এরূপ ক্যামেরা ১৫,০০০/- টাকা

৯. এয়ারগান/এয়ার রাইফেল (বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে আমদানিযোগ্য) ৫,০০০/- টাকা

১০. ঝাড়বাতি ৩০০/- টাকা (প্রতি পয়েন্ট)

প্রশ্ন: অসুস্থ, পঙ্গু, বৃদ্ধ ও মৃত ব্যক্তির ব্যাগেজ সুবিধা কি?

উত্তর: অসুস্থ, পঙ্গু ও বৃদ্ধ যাত্রীর জন্য সুবিধা: যাত্রী (অপর্যটক) ব্যাগেজ (আমদানি) বিধিমালা, ২০২৩ অনুযায়ী আকাশপথ, জলপথ বা স্থলপথে আগত একজন অসুস্থ, পঙ্গু অথবা বৃদ্ধ যাত্রীর ব্যবহার্য চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ও হুইল চেয়ার সকল প্রকার শুল্ক ও কর পরিশোধ ব্যতিরেকে খালাস করা যাবে।

মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে অব্যাহতি: কোন বাংলাদেশী নাগরিক বিদেশে মৃত্যুবরণ করিলে তার ব্যাগেজ সকল প্রকার শুল্ক ও কর প্রদান হতে অব্যাহতি পাবে।

ব্যাগেজে আনীত পণ্য কখন আটক হয়? কাস্টমস স্টেশনের সীমানা কিভাবে নির্ধারণ করা হয়?

নিষিদ্ধ পণ্য, শর্তযুক্ত পণ্য এবং আমদানি নীতি আদেশ ২০২১-২০২৪ এর শর্ত ভঙ্গ করে ব্যাগেজে পণ্য আমদানি করা হলে অথবা শুল্ক-কর যুক্ত পণ্য শুল্ক-কর পরিশোধ না করলে পণ্য আটক হয়।

কোন কোন পথে পণ্য আমদানি করা যায়?

দি কাস্টমস অ্যাক্ট, ২০২৩ এর ধারা ০৮ অনুযায়ী বোর্ড, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কাস্টমস বন্দর, কাস্টমস বিমান বন্দর, ইত্যাদি ঘোষণা করতে পারে। এছাড়াও ধারা ১০ অনুযায়ী বোর্ড, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা কোন কাস্টমস- স্টেশনের সীমানা নির্ধারণ করতে পারে এবং কোন কাস্টমস-স্টেশনে পণ্য বা পণ্য শ্রেণি বোঝাই এবং অবতরণের জন্য যথাযথ স্থান অনুমোদন করিতে পারে। অর্থাৎ

(ক) যে সকল বন্দর এবং বিমানবন্দরে আমদানিকৃত পণ্য নামানো হয় এবং রপ্তানি পণ্য বা পণ্যশ্রেণি বোঝাই করা হয় কেবলমাত্র সেই সকল স্থান কাস্টমস-বন্দর এবং কাস্টমস - বিমানবন্দর হবে;

(খ) যে সকল স্থানে স্থলপথে অথবা অভ্যন্তরীণ জলপথে আমদানিকৃত বা রপ্তানি করা হবে এরূপ পণ্য বা পণ্যশ্রেণি খালাস প্রদান করা হয় কেবলমাত্র সেই সকল স্থান স্থল কাস্টমস-স্টেশন অথবা কাস্টমস-ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপো হবে;

(গ) সেই সকল রুট কেবলমাত্র যে রুটের মাধ্যমে প্রজ্ঞাপনে নির্ধারিত কোন পণ্য বা পণ্যশ্রেণি স্থলপথে বা অভ্যন্তরীণ জলপথে বাংলাদেশে অথবা বাংলাদেশের বাইরে কোন স্থল কাস্টমস-স্টেশনে অথবা স্টেশন হতে অথবা কোন স্থল সীমান্তে অথবা সীমান্ত হতে গমনাগমন করতে পারবে;

(ঘ) সেই সকল বন্দর যাহা কেবলমাত্র বাংলাদেশের কোন নির্ধারিত কাস্টমস-বন্দরের সহিত উপকূলীয় বাণিজ্য পরিচালনার জন্য বন্দর হবে; এবং

(ঙ) এই আইনের উদ্দেশ্যে যাহা কাস্টম-হাউস হিসাবে গণ্য হবে এবং উহার সীমানা।

এসআরও নং-৩৭-আইন/২০২২/৫৩/কাস্টমস, তারিখ: ১৬-০২-২০২২ খ্রি. অনুযায়ী কোন কাস্টমস স্টেশন দিয়ে কোন পণ্য আমদানি করা যাবে তার একটি তালিকা দেয়া হয়েছে।

প্রশ্ন: চোরাচালান করা অর্থ কি?

উত্তর: চোরাচালান করা:

দি কাস্টমস অ্যাক্ট, ২০২৩ এর ধারা ০২ (২৪) এ চোরাচালান করা সম্পর্কে বলা হয়েছে। "চোরাচালান করা" অর্থ আপাতত বলবৎ কোন নিষিদ্ধকরণ অথবা নিয়ন্ত্রণ লংঘন করে অথবা আরোপণীয় কাস্টমস-শুল্ক ও কর ফাঁকি দিয়ে নিম্নলিখিত পণ্যসমূহ ও উপায়ে আনয়ন করার অথবা বাহিরে নেওয়ার জন্য কোন প্রচেষ্টা, প্ররোচনা অথবা সমর্থন করা-

(ক) মাদকদ্রব্য, নেশাজাতীয় ঔষধ বা সাইকোট্রপিক বস্তু; অথবা

(খ) স্বর্ণ বুলিয়ন, রৌপ্য বুলিয়ন, প্লাটিনাম, প্যালাডিয়াম, রেডিয়াম, মহামূল্যবান পাথর, মুদ্রা, স্বর্ণ বা রৌপ্য বা প্লাটিনাম বা প্যালাডিয়াম বা মহামূল্য পাথরের তৈরী অলংকার অথবা প্রতিটি ক্ষেত্রে দশ লক্ষ টাকার অধিক মূল্যের সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপিত অন্য কোন পণ্য; অথবা বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থ প্রদানের নির্দেশাবলী লঙ্ঘনে যে কোনও পণ্য; অথবা

(গ) কোন জাহাজ, নৌযান বা উড়োজাহাজ বা অন্য কোন যানবাহনের কোন স্থানে বা কোন ব্যাগেজে বা কোন পণ্যের মধ্যে অথবা কোন ব্যক্তির দেহে যে কোন প্রকারে লুকানো কোন পণ্য; অথবা

(ঘ) দি কাস্টমস্ এক্ট, ২০২৩ এর ধারা ০৮ অথবা ০৯ এর অধীন ঘোষিত রুট ব্যতিত অন্য কোন রুটে কাস্টমস স্টেশন ব্যতিত অন্য কোন স্থান হতে অন্য কোন পণ্য বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আনয়ন করা অথবা বাহিরে নেওয়া।

প্রশ্ন: কাস্টমস বন্দর, বন্দর, কাস্টমস বিমান বন্দর, স্থল কাস্টমস স্টেশন, কাস্টমস-ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপো এবং কাস্টম হাউস কি? এগুলো কে ঘোষণা করে? স্থল পথ দিয়ে সকল পণ্য আমদানি ও রপ্তানি করা যায় কি? কাস্টম হাউস কয়টি?

উত্তর: দি কাস্টমস অ্যাক্ট, ২০২৩ এর ধারা ০৮ অনুযায়ী বোর্ড, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কাস্টমস বন্দর, কাস্টমস বিমান বন্দর, কাস্টমস-ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপো এবং কাস্টম হাউস ঘোষণা করে।

কাস্টমস বন্দর

দি কাস্টমস অ্যাক্ট, ২০২৩ এর ধারা ০৮ অনুযায়ী বোর্ড, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কাস্টমস বন্দর ঘোষণা করে। যেসব বন্দরে আমদানি ও রপ্তানির উদ্দেশ্যে পণ্য বোঝাই ও খালাস হয়, সেসব স্থানকে কাস্টমস-বন্দর বলে।

বন্দর

যেসব স্থান শুধু বাংলাদেশের কোন নির্ধারিত কাস্টমস-বন্দরের সহিত উপকূলীয় বাণিজ্য পরিচালনার জন্য ব্যবহার হয় তাকে বন্দর বলা হয়।

কাস্টমস বিমানবন্দর:

দি কাস্টমস অ্যাক্ট, ২০২৩ এর ধারা ০৮ অনুযায়ী বোর্ড, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কাস্টমস বিমানবন্দর ঘোষণা করে। যেসব বিমানবন্দরে আমদানি ও রপ্তানির উদ্দেশ্যে পণ্য বোঝাই ও খালাস হয়, সেসব স্থানকে কাস্টমস বিমানবন্দর বলে।

স্থল কাস্টমস স্টেশন

দি কাস্টমস অ্যাক্ট, ২০২৩ এর ধারা ০৮ অনুযায়ী বোর্ড, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কাস্টমস স্টেশন ঘোষণা করে। স্থলপথে যেসব স্থানে আমদানি ও রপ্তানির উদ্দেশ্যে পণ্য বোঝাই ও খালাস হয়, সেসব স্থানকে স্থল কাস্টমস- স্টেশন বলে।

কাস্টমস ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপো

দি কাস্টমস অ্যাক্ট, ২০২৩ এর ধারা ০৮ অনুযায়ী বোর্ড, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কাস্টমস-ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপো ঘোষণা করে। স্থলপথে বা অভ্যন্তরীণ জলপথে যেসব স্থানে আমদানি ও রপ্তানির উদ্দেশ্যে পণ্য বোঝাই ও খালাস হয়, সেসব স্থানকে কাস্টমস-ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপো বলে।

কাস্টম হাউস:

দি কাস্টমস অ্যাক্ট, ২০২৩ এর ধারা ০৮অনুযায়ী বোর্ড, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কাস্টম হাউস ঘোষণা করে। যেকান কাস্টমস বন্দর, বন্দর, কাস্টমস বিমান বন্দর, কাস্টমস স্টেশন, কাস্টমস-ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপোকে বোর্ড, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কাস্টম হাউস ঘোষণা করতে পারে। বর্তমানে ৬ টি কাস্টম হাউস আছে। যথা-

(ক) কাস্টম হাউস, ঢাকা;
(খ) কাস্টম হাউস, আইসিডি;
(গ) কাস্টম হাউস, পানগাঁও;
(ঘ) কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম;
(ঙ) কাস্টম হাউস, মংলা;
(চ) কাস্টম হাউস, বেনাপোল।

স্থল পথ দিয়ে যে সকল পণ্য আমদানি ও রপ্তানি করা যায়:

শুধু প্রজ্ঞাপনে নির্ধারিত কোন পণ্য বা পণ্যশ্রেণি নির্ধারিত রুট দিয়ে বা স্থলপথে বা অভ্যন্তরীণ জলপথে স্থল কাস্টমস স্টেশন হতে গমনাগমন করতে পারে।

প্রশ্ন: অবতরণ স্থান সমূহ অনুমোদন এবং কাস্টমস স্টেশনের সীমানা নির্ধারণ কিভাবে হয়?

উত্তর: অবতরণ স্থান সমূহ অনুমোদন এবং কাস্টমস স্টেশনের সীমানা নির্ধারণ করার ক্ষমতা:

দি কাস্টমস অ্যাক্ট, ২০২৩ এর ধারা ০৯ অনুযায়ী বোর্ড, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোন কাস্টমস-স্টেশনের সীমানা নির্ধারণ এবং পণ্য বা পণ্যশ্রেণি বোঝাই এবং অবতরণের জন্য যথাযথ স্থান অনুমোদন করতে পারে।

প্রশ্ন: কে যুক্তিসঙ্গত কারণে তল্লাশী করতে পারেন? কি কি কারণে তল্লাশী করা হয়?

উত্তর: কাস্টমস অ্যাক্ট, ২০২৩ এর ধারা-১৭৭ অনুযায়ী যথোপযুক্ত কর্মকর্তা তল্লাশী করতে পারেন। যথোপযুক্ত কর্মকর্তা তার নিম্নলিখিত বিশ্বাসের কারণে কোন ব্যক্তিকে তল্লাশী করতে পারেন, যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি -

(ক) বাজেয়াপ্তযোগ্য পণ্য বা এ সম্পর্কিত কোন দলিলপত্র বহন করেন;
(খ) চোরাচালানকৃত পাটিনাম, কোন রেডিওঅ্যাকটিভ খনিজদ্রব্য, স্বর্ণ, রৌপ্য, মহামূল্যবান পাথর বহন করেন;
(গ) প্লাটিনাম, রেডিওঅ্যাকটিভ খনিজদ্রব্য, স্বর্ণ, রৌপ্য অথবা মহামূল্যবান পাথরের তৈরী দ্রব্য বহন করেন;
(ঘ) মুদ্রা বহন করেন;
(ঙ) উল্লিখিত পণ্যের সংশ্লিষ্ট দলিলিপত্র বহন করেন।

প্রশ্ন: কাস্টমস কর্মকর্তাগণের উপর প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেটের কতিপয় ক্ষমতা আছে কি?

উত্তর: কাস্টমস অ্যাক্ট, ২০২৩ এর ধারা-১৭৮ অনুযায়ী সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা সহকারী কমিশনার পদমর্যাদার নিম্নে নয় এইরূপ কোন কর্মকর্তাকে ফৌজদারী কার্যবিধি ১৮৯৮ (১৮৯৮ এর ৫ নং আইন) এর তৃতীয় তফসিলে বর্ণিত প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা অর্পণ করতে পারেন। ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রবেশ, তল্লাশী, আটক এবং গ্রেফতার করতে পারেন।

প্রশ্ন: লুকানো পণ্য উদঘাটনের জন্য সন্দেহভাজন ব্যক্তির দেহ এক্স-রে কে করতে পারেন?

উত্তর: কাস্টমস অ্যাক্ট, ২০২৩ এর ধারা ১৭৯ অনুযায়ী যথোপযুক্ত কর্মকর্তা যদি এরূপ বিশ্বাস করেন যে, সন্দেহজনক ব্যক্তি তার দেহের অভ্যন্তরে কোন বাজেয়াপ্তযোগ্য পণ্য লুকিয়ে রেখেছেন, তবে উক্ত ব্যক্তির দেহ স্ক্রিন অথবা এক্স-রে করাতে পারবেন। একজন রেডিওলজিস্ট উক্ত ব্যক্তির দেহ স্ক্রিন অথবা এক্স-রে করে থাকে এবং রিপোর্ট প্রদান করে। যদি কোন ব্যক্তির দেহের অভন্তরে বাজেয়াপ্তযোগ্য কোন পণ্য লুকানো থাকে, তবে নিবন্ধিত পেশাজীবী চিকিৎসকের পরামর্শ এবং তত্ত্বাবধানে উক্ত ব্যক্তির দেহ থেকে পণ্য বাহির করে আনা হয়। কোন ব্যক্তি দেহের অভ্যন্তরে বাজেয়াপ্তযোগ্য পণ্য লুকানো রয়েছে মর্মে স্বীকারাক্তি দিলে এবং পণ্য বের করে দিতে চাইলে এক্সরে ব্যতিত কার্যক্রম গ্রহণ করা যায়। কোন মহিলার ক্ষেত্রে মহিলা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হয়।

প্রশ্ন: কে গ্রেফতার করতে পারেন?

উত্তর: কাস্টমস অ্যাক্ট, ২০২৩ এর ধারা-১৮০ অনুযায়ী কাস্টমস কর্মকর্তার যদি বিশ্বাস করার কারণ থাকে যে কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোন অপরাধ করেছেন, তাহলে তিনি উক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করতে পারেন। কাস্টমস কর্মকর্তা, কোন আমলী অপরাধ তদন্তের ক্ষেত্রে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সনের ৫ নং আইন) এর অধীন যে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন সেই একই ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন।

প্রশ্ন: পরোয়ানা ব্যতিত তল্লাশী এবং গ্রেফতার কিভাবে করা হয়?

উত্তর: কাস্টমস অ্যাক্ট, ২০২৩ এর ধারা-১৮২ অনুযায়ী বাজেয়াপ্তযোগ্য কোন পণ্য বা কোন দলিলপত্র বা কোন জিনিষপত্র যা কোন স্থানে লুকানো অবস্থায় থাকলে পদমর্যাদায় সহকারী কমিশনার অব কাস্টমস এর নিম্নে নয় এমন কর্মকর্তা তল্লাশী করতে বা করাতে পারেন। এই ধারার অধীন সকল তল্লাশী ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ অনুযায়ী পরিচালিত হয়। কোন চোরাচালান অপরাধের ক্ষেত্রে উক্ত অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সহকারী কমিশনার অব কাস্টমস বা এমন কর্মকর্তার পূর্ব-মনোনয়ন সাপেক্ষে কোন কাস্টমস কর্মকর্তা বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার করতে পারেন। এছাড়াও চোরাচালানের এর ক্ষেত্রে বিনা পরোয়ানায় কোন আঙ্গিনায় প্রবেশ এবং তল্লাশী করতে পারেন। এমনকি নিষিদ্ধকরণ অথবা নিয়ন্ত্রণের পরিপন্থিভাবে চোরাচালান হতে পারে এরূপ যুক্তিসঙ্গত সন্দেহযুক্ত কোন পণ্য এবং প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র বা জিনিষপত্র আটক করতে পারেন। উক্ত অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা, আটক করা বা হেফাজতে নেওয়া বা তার পলায়ন রোধ করার উদ্দেশ্যেবা নিষিদ্ধ পণ্য আটক করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনবোধে মৃত্যু সংঘটিত হতে পারে এমন মাত্রায় বল প্রয়োগ করা যায় বা করানো যায়।

প্রশ্ন: যানবাহন তল্লাশী করতে পারেন কে?

উত্তর: কাস্টমস অ্যাক্ট, ২০২৩ এর ধারা ১৮৫ অনুযায়ী যদি বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ভূখন্ড বা জলসীমার মধ্যে কোন যানবাহন চোরাচালানকৃত পণ্য পরিবহনে ব্যবহৃত হয়, তবে যথোপযুক্ত কর্মকর্তা কোন যানবাহন যে কোন সময় থামাতে পারেন বা উড়োজাহাজ

অবতরণে বাধ্য করতে পারেন। এক্ষেত্রে উক্ত কর্মকর্তা যানবাহনটির যে কোন অংশ রামেজ এবং তল্লাশী করতে পারেন বা উহাতে কোন পণ্য পরীক্ষা এবং তল্লাশী করতে পারেন এবং তল্লাশী করার জন্য যে কোন দরজার তালা, সাজ- সরঞ্জাম অথবা মোড়ক ভেঙ্গে খুলতে পারেন।

যদি কোন জাহাজ বা উড়োজাহাজ থামানো বা অবতরণ করতে বাধ্য করা আবশ্যক হয়, তবে সরকারি কাজে নিয়োজিত নিজস্ব পতাকাবাহী কোন জাহাজ বা উড়োজাহাজ বা সরকারী ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের জন্য কোন আন্তর্জাতিক সংকেত বা কোড দ্বারা উক্ত জাহাজকে থামাতে বা উড়োজাহাজকে অবতরণ করা যায়। যদি কোন জাহাজ বা উড়োজাহাজ থামতে বা অবতরণ করতে অস্বীকার করে, তবে অন্য কোন জাহাজ বা উড়োজাহাজ দ্বারা সংশ্লিষ্ট জাহাজ বা উড়োজাহাজকে ধাওয়া করা যায় এবং সংকেত হিসাবে একবার গুলি করার পরও যদি জাহাজটি থামতে বা উড়োজাহাজটি অবতরণ করতে ব্যর্থ হয়, তবে ইহার উপর গুলি বর্ষণ করা যায়।

যদি জাহাজ বা উড়োজাহাজ ব্যতিত অন্য কোন যানবাহনকে থামানো আবশ্যক হয়, তবে যথোপযুক্ত কর্মকর্তা ইহা থামাতে বা ইহার পলায়ন রোধ করতে সকল আইনসম্মত পন্থা অবলম্বন করতে বা করাতে পারেন। যদি সাধারণ সকল পন্থা ব্যর্থ হয়, তবে ইহার উপর গুলি বর্ষণ করা যায়।

প্রশ্ন: বাজেয়াপ্তযোগ্য পণ্য আটক করা হয় কিভাবে?

উত্তর: কাস্টমস অ্যাক্ট, ২০২৩ এর ধারা-১৯১ অনুযায়ী যথোপযুক্ত কর্মকর্তা এই আইনের অধীনে বাজেয়াপ্তযোগ্য কোন পণ্য আটক করতে পারেন। যদি কোন পণ্য আটক করা বাস্তবে সম্ভব না হয়, তবে পণ্যের মালিক বা পণ্য যে ব্যক্তির দখলে বা তত্ত্বাবধানে রয়েছে সেই ব্যক্তিকে উক্ত কর্মকর্তার পূর্বানুমতি ব্যতিত উহা অপসারণ, হস্তান্তর বা প্রকারান্তরে বিলিব্যবস্থা না করার নির্দেশ প্রদান করতে পারেন। যদি কোন পণ্য আটকের পর দুই মাসের মধ্যে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা না হয়, তবে উক্ত পণ্য যে ব্যক্তির দখল হতে আটক করা হয়েছিল তাকে ফেরত দিতে হয়। তবে, কমিশনার অব কাস্টমস কারণ লিপিবদ্ধ করে দুই মাসের মেয়াদ অনধিক দুই মাসের জন্য বর্ধিত করতে পারেন।

প্রশ্ন: আটককৃত পণ্যের ব্যবস্থাপনা কিভাবে করা হয়?

উত্তর: কাস্টমস অ্যাক্ট, ২০২৩ এর ধারা-১৯২অনুযায়ী আটককৃত পণ্য অবিলম্বে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কাস্টমস কর্মকর্তার নিকট হস্তান্তর করতে হয়। কাস্টমস কর্মকর্তা নিকটে না থাকলে

নিকটতম কাস্টম হাউসে পণ্য জমা করতে হয়। কাস্টম হাউস নিকট না থাকলে কমিশনার অব কাস্টমস কর্তৃক নিয়োগকৃত নিকটতম স্থানে উক্ত পণ্য জমা করতে হয়। যদি কোন পণ্য পচনশীল অথবা দ্রুত অবনতিশীল হয়, তবে ধারা-২৩৭ এর বিধানাবলী অনুযায়ী পণ্য অবিলম্বে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করতে হয় এবং মামলার ন্যায়নির্ণয়ন অনিষ্পন্ন থাকা পর্যন্ত বিক্রয়লব্ধ অর্থ জমা রাখার ব্যবস্থা করতে হয়। যদি ন্যায়নির্ণয়নের পর দেখা যায় বিক্রয়কৃত পণ্য বাজেয়াপ্তযোগ্য ছিল না, তবে ধারা-২০১ অনুযায়ী সকল শুল্ক, কর এবং অন্যান্য পাওনা কর্তনের পর বিক্রয়লব্ধ অবশিষ্ট অর্থ মালিককে ফেরত প্রদান করতে হয়।

প্রশ্ন: পুলিশ কর্তৃক জব্দকৃত জিনিষপত্রের ক্ষেত্রে পদ্ধতি কি?

উত্তর: কাস্টমস অ্যাক্ট, ১৯৬৯ এর ধারা-১৯৩ অনুযায়ী যদি এই আইনের অধীন বাজেয়াপ্তযোগ্য কোন পণ্য কোন পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক চোরাই মাল সন্দেহে জব্দ করা হয়, তবে তিনি যে থানায় বা আদালতে উক্ত জিনিসপত্র চুরি হওয়া সম্পর্কে অভিযোগ দায়ের করেন সেই থানা বা আদালতে তা বহন করতে পারেন এবং উক্ত অভিযোগ খারিজ বা বিচার সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি আটক রাখতে পারেন। এক্ষেত্রে জিনিষপত্র জব্দকারী পুলিশ কর্মকর্তাকে জব্দকরণ এবং আটক রাখার একটি লিখিত নোটিশ নিকটতম কাস্টম হাউসে প্রেরণ করতে হয়। এছাড়াও আইন অনুসারে কার্যধারা গ্রহণের জন্য অভিযোগ খারিজ বা তদন্ত বা বিচার সমাপ্ত হওয়ার পর উক্ত জিনিষপত্র নিকটতম কাস্টম হাউসে বহন এবং জমাদানের ব্যবস্থা করতে হয়।

আর্থিক যাত্রী ব্যাগেজ বিধিমালা ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(কাস্টমস)
তারিখঃ ১৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২৯ মে, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

এস.আর.ও. নং ২০৩-আইন/২০২৪/৫৫/কাস্টমস।— সরকার, কাস্টমস আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ২৬৩, ধারা ১৫৪ হইতে ধারা ১৬০ এবং দ্বিতীয় তফসিলের ক্রমিক নং (১৬) এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সহিত পরামর্শক্রমে, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:-

১। **শিরোনাম ও প্রয়োগ**।-(১) এই বিধিমালা যাত্রী (অপর্যটক) ব্যাগেজ (আমদানি) বিধিমালা, ২০২৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই বিধিমালা Tourists Baggage (Import) Rules, 1981 এবং Privileged Persons (Customs Procedures) Rules, 2003 এর আওতাভুক্ত যাত্রী ব্যতীত সকল যাত্রীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।-বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়-

(১) 'তফসিল' অর্থ এই বিধিমালার কোনো তফসিল;

(২) 'ব্যাগেজ' অর্থ কোন যাত্রী কর্তৃক আমদানিকৃত যুক্তিসংগত পরিমাণের খাদ্যদ্রব্য, পরিধেয়, গৃহস্থালি বা অন্যবিধ ব্যক্তিগত সামগ্রী, যার প্রতিটি আইটেমের ওজন ১৫ কেজির অধিক নহে; এবং

(৩) 'যাত্রী' অর্থ বিদেশ হইতে আগত কোন যাত্রী।

৩। **আকাশ এবং জলপথে আগত যাত্রীর শুল্ক ও কর সুবিধা**।-(১) আকাশ এবং জলপথে আগত ১২ (বার) বৎসর বা তদুর্ধ্ব বয়সের যাত্রীর সংগে আনীত হাতব্যাগ, কেবিনব্যাগ বা অন্যবিধ উপায়ে আনীত মোট ৬৫ (পয়ষট্টি) কিলোগ্রাম ওজনের অতিরিক্ত নহে এইরূপ ব্যাগেজ সকল প্রকার শুল্ক ও কর পরিশোধ ব্যতিরেকে খালাসযোগ্য হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত ব্যাগেজের অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) কিলোগ্রাম ওজনের আনীত পরিধেয় বস্ত্র, ব্যক্তিগত ব্যবহার্য সামগ্রী, বই, সাময়িকী এবং পড়াশুনার সামগ্রী সকল প্রকার শুল্ক ও কর পরিশোধ ব্যতিরেকে খালাসযোগ্য হইবে।

(৩) ১২ (বার) বৎসরের কম বয়সের যাত্রীর ক্ষেত্রে অনধিক ৪০ (চল্লিশ) কিলোগ্রাম ওজনের একটি কার্টন, ব্যাগ বা বস্তায় আনীত ব্যক্তিগত ব্যাগেজ সকল প্রকার শুল্ক ও কর পরিশোধ ব্যতিরেকে খালাসযোগ্য হইবে, তবে বর্ণিত এই সুবিধা ব্যতীত অন্য কোন প্রকার সুবিধা ১২ (বার) বৎসরের কম বয়সের যাত্রী প্রাপ্য হইবে না।

(৪) যাত্রীর সংগে আনীত হয় নাই এইরূপ ব্যাগেজ (unaccompanied baggage) তফসিল-১ এ বিধৃত ফরমে ঘোষণা প্রদান ও এই বিধিমালার সহিত সংগতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, সকল প্রকার শুল্ক ও কর পরিশোধ ব্যতিরেকে খালাস করা যাইবে, তবে উক্ত ব্যাগেজ খালাসের সময় ঘোষণাপত্রের একটি অনুলিপি সংশ্লিষ্ট কাস্টমস কর্মকর্তার নিকট দাখিল করিতে হইবে।

(৫) এই বিধিতে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, একজন যাত্রী তফসিল-৩ এ উল্লিখিত পণ্যের প্রত্যেকটির একটি (মোবাইল ফোন দুইটি) করিয়া পণ্য সকল প্রকার শুল্ক ও কর পরিশোধ ব্যতিরেকে এবং তফসিল-২ এ উল্লিখিত পণ্যের প্রত্যেকটির একটি করিয়া পণ্য উক্ত তফসিলে উল্লিখিত শুল্ক ও কর পরিশোধ সাপেক্ষে আমদানি করিতে পারিবেন।

(৬) একজন বিদেশী পাসপোর্টধারী যাত্রী এক লিটার পর্যন্ত মদ বা মদ্য জাতীয় পানীয় (যেমন- স্পিরিট, বিয়ার, ইত্যাদি) সকল প্রকার শুল্ক ও কর পরিশোধ ব্যতিরেকে আমদানি করিতে পারিবেন।

(৭) কোন যাত্রী তফসিল-২ এবং তফসিল-৩ এ উল্লিখিত পণ্য বিদেশ হইতে সঙ্গে না আনিয়া থাকিলে তফসিল-৪ এ বিধৃত ফরমে উল্লেখক্রমে তাহা বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের সিটি সেলস সেন্টার হইতে তাহার আগমনের ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে ক্রয় করিতে পারিবেন।

(৮) একজন যাত্রী তাহার পেশাগত কাজে ব্যবহার্য এবং সহজে বহনযোগ্য যন্ত্রপাতি সকল প্রকার শুল্ক ও কর পরিশোধ ব্যতিরেকে আমদানি করিতে পারিবেন।

(৯) একজন যাত্রী অনধিক ১০০ (একশত) গ্রাম ওজনের স্বর্ণালংকার অথবা ২০০ (দুইশত)

গ্রাম ওজনের রৌপ্যের অলংকার এক প্রকার অলংকার ১২ (বার) টির অধিক হইবে না। সকল প্রকার শুল্ক ও কর পরিশোধ ব্যতিরেকে আমদানি করিতে পারিবেন।

(১০) একজন যাত্রী বিদেশ হইতে দেশে আগমনকালে ঘোষণা প্রদানের মাধ্যমে অনধিক ১১৭ (একশত সতের) গ্রাম (দশ তোলা) ওজনের স্বর্ণবার বা স্বর্ণপিন্ড সকল প্রকার শুল্ক ও কর পরিশোধ সাপেক্ষে আমদানি করিতে পারিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, উল্লিখিত পরিমাণের অতিরিক্ত যে কোনো পরিমাণ স্বর্ণবার বা স্বর্ণপিন্ড অথবা রৌপ্যবার বা রৌপ্যপিন্ড আনিলে বা যে কোনো পরিমাণ স্বর্ণপিন্ড অথবা রৌপ্যবার বা রৌপ্যপিন্ড লুকায়িত অবস্থায় আনিলে উহা Customs Act, 2023 অনুযায়ী বাজেয়াপ্ত হইবে।

৪। **স্থল পথে আগত যাত্রীর জন্য সুবিধা।**- বিদেশে অবস্থানের মেয়াদ নির্বিশেষে স্থলপথে আগত একজন যাত্রী সর্বোচ্চ ৪০০ (চারশত) মার্কিন ডলার মূল্যের ব্যাগেজ সকল প্রকার শুল্ক ও কর পরিশোধ ব্যতিরেকে আমদানি করিতে পারিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ সুবিধা একজন যাত্রী এক পঞ্জিকা বৎসরে ৩ (তিন) বারের অধিক প্রাপ্ত হইবেন না।

৫। **অসুস্থ, পঙ্গু ও বৃদ্ধ যাত্রীর জন্য সুবিধা।** -আকাশপথ, জলপথ বা স্থলপথে আগত একজন অসুস্থ, পঙ্গু অথবা বৃদ্ধ যাত্রীর ব্যবহার্য চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ও হুইল চেয়ার সকল প্রকার শুল্ক ও কর পরিশোধ ব্যতিরেকে খালাস করা যাইবে।

৬। **ক্রু, নাবিক এবং অন্যান্যদের জন্য সুবিধা।**-(১) পেশাগত দায়িত্ব পালন শেষে বিদেশ হইতে আগত বাংলাদেশী এয়ার লাইন্সে কর্তব্যরত কোন বাংলাদেশী ক্রু বা কর্মকর্তা এবং

বাংলাদেশের কোন বিমান বন্দরে ফ্লাইট পরিচালনাকারী কোন বিদেশি এয়ার লাইন্সে কর্তব্যরত কোন বাংলাদেশী ক্রু বা কর্মকর্তা সর্বোচ্চ ৩০০ (তিনশত) মার্কিন ডলার মূল্যের ব্যাগেজ সকল প্রকার শুল্ক ও কর পরিশোধ ব্যতিরেকে আমদানি করিতে পারিবেন।

(২) বিদেশী সমুদ্রবন্দর হইতে আগমনকারী কোন জাহাজের বাংলাদেশী নাবিক বা কর্মকর্তা সর্বোচ্চ ৩০০ (তিনশত) মার্কিন ডলার মূল্যের ব্যাগেজ সকল প্রকার শুল্ক ও কর পরিশোধ ব্যতিরেকে আমদানি করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত নাবিক বা কর্মকর্তা সাইন অফ (sign off) করিলে তিনি অনুর্ধ্ব ২,০০০ (দুই হাজার) মার্কিন ডলার মূল্যের ব্যাগেজ আরোপযোগ্য সকল প্রকার শুল্ক ও কর পরিশোধক্রমে আমদানি করিতে পারিবেন।

(৪) বিদেশ হইতে আগত যাত্রীবাহী বাসের চালক ও স্টুয়ার্ডগণ (হেলপার বা এ্যাসিস্টেন্ট) পরিধেয় বস্ত্র, বিছানা (বেডিং) ও রন্ধনকৃত খাদ্য সামগ্রী এবং সর্বোচ্চ ৫০ (পঞ্চাশ) মার্কিন ডলার মূল্যের ব্যক্তিগত ও গৃহস্থালি পণ্য সকল প্রকার শুল্ক ও কর পরিশোধ ব্যতিরেকে আমদানি করিতে পারিবেন।

৭। গ্রিন এবং রেড চ্যানেল ব্যবহার।-(১) কোন যাত্রী শুল্ক ও কর আরোপযোগ্য পণ্য বহন না করিলে তিনি বিমান বন্দরের গ্রিন চ্যানেল (যদি থাকে) ব্যবহার করিতে পারিবেন।

(২) গ্রিন চ্যানেল অতিক্রমকারী সর্বোচ্চ ৫% (শতকরা পাঁচ ভাগ) যাত্রীর ব্যাগেজ দৈবচয়নের ভিত্তিতে কাস্টমস কর্মকর্তা কর্তৃক স্ক্যানিং ও পরীক্ষা করা যাইবে।

(৩) উপ-বিধি (১) ও (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন কাস্টমস কর্মকর্তা, যুক্তিসংগত সন্দেহবশত গ্রিন চ্যানেল অতিক্রমকারী যে কোন যাত্রীর ব্যাগেজ স্ক্যানিং ও পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

৮। **সকল যাত্রীর জন্য কাস্টমস ঘোষণাপত্রের বিধান।**-(১) বিদেশ হইতে আগত সকল যাত্রীকে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট তফসিল-১ এ বর্ণিত ফরম পূরণ করিয়া ব্যাগেজ ঘোষণা প্রদান করিতে হইবে।

(২) যাত্রীর সঙ্গে আনীত হয় নাই এমন ব্যাগেজ (unaccompanied baggage) এর

ক্ষেত্রে কাস্টমস হল (Customs hall) বা কাস্টমস এলাকা ত্যাগ করিবার পূর্বেই যাত্রী কর্তৃক কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট তফসিল-১ এ বর্ণিত ফরম পূরণ করিয়া ব্যাগেজ ঘোষণা প্রদান করিতে হইবে।

(৩) ভুলবশত অথবা অন্য কোন অনিবার্য কারণে উপ-বিধি (১) ও উপ-বিধি (২) এর বিধান মোতাবেক কোন যাত্রী কর্তৃক ঘোষণা প্রদান করা সম্ভব না হইলে আগমনের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট এ্যাসিসটেন্ট কমিশনার অব কাস্টমস এর নিম্নে নহেন এমন কাস্টমস কর্মকর্তার নিকট তফসিল-১ এ বর্ণিত ফরম পূরণ করিয়া তিনি ব্যাগেজ ঘোষণা প্রদান করিতে পারিবেন।

(৪) একজন যাত্রী ১ (এক) পঞ্জিকা বৎসরের মাত্র ১ (এক) বার (unaccompanied baggage) আনিতে পারিবেন।

৯। **মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে অব্যাহতি**।-এই বিধিমালায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন বাংলাদেশী নাগরিক বিদেশে মৃত্যুবরণ করিলে তাহার ব্যাগেজ সকল প্রকার শুল্ক ও কর প্রদান হইতে অব্যাহতি পাইবে।

১০। **বাণিজ্যিক পরিমাণে ব্যাগেজ আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক ও কর**।-এই বিধিমালার অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন যাত্রী তফসিল-২ এবং তফসিল-৩ এ উল্লিখিত পণ্যের অতিরিক্ত বা ভিন কোন পণ্য (আমদানি নীতি আদেশ বা অন্য কোন আইনের অধীন নিয়ন্ত্রিত বা নিষিদ্ধ পণ্য ব্যতীত), আমদানি করিলে প্রধান আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রক এর ছাড়পত্র উপস্থাপন সাপেক্ষে, ন্যায়-নির্ণয়নপূর্বক (adjudication) প্রদেয় সমুদয় শুল্ক-কর, অর্থদন্ড ও জরিমানা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, পরিশোধ সাপেক্ষে খালাস করিতে পারিবেন।

তফসিল-১

[বিধি ৩(৪), ৮(১), ৮(২) ও ৮(৩) দ্রষ্টব্য]

[ব্যাগেজ ঘোষণা ফরম]

১. যাত্রীর নাম (Name of the passenger)	:	
২. পাসপোর্ট নং (Passport Number)	:	
৩. জাতীয়তা (Nationality)	:	
৪. আগমনের তারিখ (Date of arrival)	:	(দিন/মাস/বৎসর) (DD/MM/YYYY)
৫। ফ্লাইট নং (Flight No.)	:	
৬। ব্যাগেজের সংখ্যা (Number of baggage)	:	
৭। কোন দেশ হইতে আগমন (Country from where coming)	:	
৮। আপনি বিগত তিন মাসে যে সকল দেশ ভ্রমণ করিয়াছে (Countries where you have travelled for the last three months)	:	দেশের নাম (Name of the ভ্রমণের তারিখ (Travel country) (Date)

(ক)	দেশের নাম (Name of the ভ্রমণের
(খ)	তারিখ (Travel country)
(গ)	(Date)

৯। শুল্ক-কর আরোপযোগ্য আমদানিকৃত পণ্যের মোট মূল্য (টাকায়) (Total value of dutiable goods being imported (Tk.)]

১০। আপনি কি নিম্নবর্ণিত পণ্যসমূহ বাংলাদেশে আনিয়াছেন? (Are you bringing the following items into Bangladesh?):

(ক) সংযুক্ত তফসিল-২ এ বর্ণিত একটির অধিক শুল্ক কর আরোপযোগ্য কোন পণ্য (More than one of any goods which are dutitable as described on attached Schedule-2)	হ্যাঁ/না (Yes/No)

(খ) সংযুক্ত তফসিল-৩ এ বর্ণিত শুল্ক-কর মুক্ত একটির অধিক কোন পণ্য (মোবাইল ফোনের ক্ষেত্রে দুটির অধিক) [More than one of any goods (More than two for cellular phone) which are duty free as described on attached Schedule-3] — হ্যাঁ/না (Yes/No)

(গ) আমদানি নিষিদ্ধ পণ্য (Prohibited articles) — হ্যাঁ/না (Yes/No)

(ঘ) স্বর্ণ বা রৌপ্যের তৈরী অলংকার (শুল্ক-করমুক্ত সীমার উর্ধ্বে) [Gold or Silver jewellery (Over free Alowance)] — হ্যাঁ/না (Yes/No)

(ঙ) স্বর্ণ বা রৌপ্যের বার বা পিন্ড (প্রাপ্যতা সীমার উর্ধ্বে) (Gold or Silver Bar or Bullion more than entilement) — হ্যাঁ/না (Yes/No)

(চ) মাংস এবং মাংস দ্বারা তৈরী পণ্য/ডেইরী প্রোডাক্টস/ মাছ/ পোলট্রি প্রোডাক্টস (Meat and meat products/dairy products/ fish/poultry products) — হ্যাঁ/না (Yes/No)

(ছ) বীজ/গাছের চারা/ফলমূল/ফুল/অন্যান্য উদ্ভিজ্জ পণ্য (Seeds/plants/fruits/ materiats) flowers/other planting — হ্যাঁ/না (Yes/No)

(জ) দুই বা অধিক সেলুলার ফোন (Cellular phone) — হ্যাঁ/না (Yes/No)

(ঝ) ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) মার্কিন ডলারের অতিরিক্ত বা তাহার সমপরিমাণ অর্থের অধিক কোন বৈদেশিক মুদ্রা (Foreign currency exceeding US$ 5,000 or equivalent) — হ্যাঁ/না (Yes/No)

উপরের কোনো প্রশ্নের জবাব যদি হ্যাঁ হয়, তাহা হইলে অনুগ্রহ করিয়া রেড চ্যানেল কর্তব্যরত কাস্টমস কর্মকর্তাকে অবহিত করুন (Please report to customs officer at the Red Channel counter in case answer to any of the above questions is 'Yes'.)

স্বাক্ষর (Signature):
রেভিনিউ অফিসার অব কাস্টমস
(Revenue officer of Customs)

যাত্রীর স্বাক্ষর (পাসপোর্ট অনুসারে):
Signature of the Passenger
(According to Passport) (Date):

তফসিল-২
[বিধি ৩(৪), ৮(১), ৮(২) ও ৮(৩) দ্রষ্টব্য]
[শুল্ক-কর আরোপযোগ্য পণ্যের সংক্ষিপ্ত তালিকা]

(ক) ব্যক্তিগত এবং গৃহস্থালি কাজে ব্যবহৃত হয়না এমন কোন পণ্য।
(খ) বিধি-৩ এ বর্ণিত প্রাপ্যতা সীমার অতিরিক্ত আনীত ব্যাগেজ।
(গ) ব্যাগেজে আমদানিকৃত বাণিজ্যিক পরিমাণে যে কোন পণ্য;
(ঘ) নিম্নবর্ণিত গৃহস্থালি ও ব্যক্তিগত পণ্য ব্যাগেজ হিসাবে আমদানি হইলেও প্রতিটির পার্শ্বে উল্লিখিত নির্দিষ্ট পরিমাণ শুল্ক ও কর পরিশোধ করিতে হইবে:

ক্রম	পণ্যের বর্ণনা	শুল্ক-কর এর পরিমাণ
১।	Plasma, LCD, TFT, LED ও অনুরূপ প্রযুক্তির টেলিভিশন।	
	(ক) ৩০"-৩৬" পর্যন্ত	১০,০০০/- টাকা
	(খ) ৩৭"-৪২" পর্যন্ত	২০,০০০/- টাকা
	(গ) ৪৩"-৪৬" পর্যন্ত	৩০,০০০/- টাকা
	(ঘ) ৪৭"-৫২" পর্যন্ত	৫০,০০০/- টাকা
	(ঙ) ৫৩"-৬৫" পর্যন্ত	৭০,০০০/- টাকা
	(চ) ৬৬" থেকে অনুর্ধ্ব	৯০,০০০/- টাকা
২।	৪ (চার) এর অধিক তবে সর্বোচ্চ ৮টি স্পিকারসহ (মিউজিক সেন্টার)/স্পিকার নির্বিশেষে হোত থিয়েটার (সিডি/ভিসিডি/ ডিভিডি/ এলডি/ এমডি/ বু রে ডিস্ক সেট)	৮,০০০/- টাকা
৩।	রেফ্রিজারেটর/ডিপ ফ্রিজার	৫,০০০/- টাকা
৪	এয়ার কুলার/এয়ার কন্ডিশনার	
	(ক) উইনডো টাইপ (window type)	৭,০০০/- টাকা
	(খ) স্পিল্ডটি টাইপ (split type upto 18000 BTU)	১৫,০০০/- টাকা
৫।	ডিশ এন্টেনা	৭,০০০/- টাকা
৬।	স্বর্ণবার বা স্বর্ণপিন্ড (সর্বোচ্চ ১১৭ গ্রাম বা ১০ তোলা) প্রতি ১১.৬৬৪ গ্রাম	৪০০০/- টাকা
৭।	রৌপ্যবার বা রৌপ্যন্ডি (সর্বোচ্চ ২৩৪ গ্রাম বা ২০ তোলা) প্রতি ১১.৬৪৪ গ্রাম	৬/- টাকা

৮। HD Cam, DV Cam, BETA Cam Ges Professional কাজে ব্যবহৃত হয় এরূপ ক্যামেরা ১৫,০০০/- টাকা

৯। এয়ারগান/এয়ার রাইফেল (বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে আমদানিযোগ্য) ৫,০০০/- টাকা

১০। ঝাড়বাতি ৩০০/- টাকা (প্রতি পয়েন্ট)

১১। ডিশ ওয়াশার/ওয়াশিং মেশিন/ক্লথ ড্রাইয়ার ৩,০০০/- টাকা

তফসিল-২

[বিধি ৩(৫), ৩(৭) ও ১০ দষ্টব্য]

[শুল্ক ও কর মুক্ত পণ্যের তালিকা]

ক্র. নং	পণ্যের নাম
১	ক্যাসেট পেয়ার/ টু-ইন-ওয়ান;
২	ডিস্কম্যান/ওয়াকম্যান (অডিও);
৩	বহনযোগ্য অডিও সিডি পেয়ার;
৪	ডেস্কটপ/ল্যাপটপ কম্পিউটার (একটি ইউপিএস সহ);
৫	কম্পিউটার স্ক্যানার;
৬	কম্পিউটার প্রিন্টার;
৭	ফ্যাক্স মেশিন;
৮	ভিডিও ক্যামেরা (HD Cam, DV Cam, BETA Cam) এবং Professional কাজে ব্যবহৃত হয় এরূপ ক্যামেরা ব্যতীত);
৯	স্টিল ক্যামেরা/ডিজিটাল ক্যামেরা;
১০	সাধারণ/পুশবাটন/কর্ডলেস টেলিফোন সেট;
১১	সাধারণ/ইলেকট্রিক ওভেন/মাইক্রোওয়েভ ওভেন;
১২	রাইস কুকার/প্রেসার কুকার/গ্যাস ওভেন (বার্নারসহ);
১৩	টোস্টার/স্যান্ডউইচ মেকার/বেন্ডার/ ফুড প্রসেসর/জুসার/কফি মেকার;
১৪	সাধারণ ও বৈদ্যুতিক টাইপরাইটার;
১৫	গৃহস্থালি সেলাই মেশিন (ম্যানুয়াল/বৈদ্যুতিক);
১৬	টেবিল/প্যাডেস্টাল ফ্যান/গৃহস্থালি সিলিং ফ্যান;
১৭	স্পোর্টস সরঞ্জাম (ব্যক্তিগত ব্যবহারে জন্য);
১৮	১০০ গ্রাম ওজনের স্বর্ণালংকার ও ২০০ গ্রাম ওজনের রৌপ্য অলংকার (এক প্রকার অলংকার ১২টির অধিক হইবে না);
১৯	১ কার্টন (২০০ শলাকা) সিগারেট;
২০	২৯" পর্যন্ত LCD, TFT, LED অনুরূপ প্রযুক্তির টেলিভিশন এবং Cathod Ray Tube (CRT) সাদাকালো/রঙিন টেলিভিশন;
২১	ভিসিআর/ভিসিপি;
২২	সাধারণ সিডি ও দুইটি স্পিকারসহ কম্পোনেন্ট (মিউজিক সেন্টার) (সিডি/ভিসিডি/ডিভিডি/এলডি/এমডি সেট);
২৩	৪ (চার) টি স্পিকারসহ কম্পোনেন্ট (মিউজিক সেন্টার) সিডি/ভিসিডি/ ডিভিডি/এলডি / এমডি/বু রে ডিস্ক পেয়ার;
২৪	এলসিডি কম্পিউটার মনিটর (টিভি সুবিধা থাকুক বা নাই থাকুক) ১৯" পর্যন্ত;
২৫	দুইটি মোবাইল/সেলুলার ফোন সেট
২৬	সর্বোচ্চ ১৫ বর্গমিটার আয়তন বিশিষ্ট একটি কার্পেট ।]

তফসিল-৪

[বিধি ৩(৭) দ্রষ্টব্য]

পণ্য ক্রয় সংক্রান্ত ফরম

[ঘোষিত পণ্য যাত্রী আগমনের সাত কার্যদিবসের মধ্যে ক্রয় করিতে হইবে।]

১। যাত্রীর নাম :

২। পাসপোর্ট নং :

৩। ফ্লাইট নং :

৪। আগমনের তারিখ :

৫। তফসিল-২ এবং তফসিল-৩ ভুক্ত যে সকল পণ্য বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের সিটি সেলস সেন্টার হইতে ক্রয় করিতে ইচ্ছুক (এই বিধিমালার অধীনে প্রাপ্যতা অনুসারে তফসিল-২ এবং তফসিল-৩ ভুক্ত যে সকল পণ্য সংগে আনা হইয়াছে, তাহার সাথে সমন্বয় করিয়া দায়িত্বে নিয়োজিত কাস্টমস কর্মকর্তা যাত্রী কর্তৃক ঘোষিত পণ্যের প্রাপ্যতা নির্ধারণ করিবেন) :

ক্র. নং	পণ্যের বর্ণনা	সংখ্যা

যাত্রীর স্বাক্ষর

অ্যাসিস্টেন্ট রেভিনিউ অফিসার অব কাস্টমস এর স্বাক্ষর (নামীয় সিলসহ)

অ্যাসিস্টেন্ট/ডেপুটি কমিশনার অব কাস্টমস (Assistant/Deputy Commissioner of Customs) এর স্বাক্ষর (নামীয় সিলসহ)

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে

স্বাক্ষরিত/-

(আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম)

সিনিয়র সচিব।

BANGLADESH CUSTOMS & VAT

কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট
ঢাকা (পূর্ব), ঢাকা কর্তৃক প্রশিক্ষণ কার্যে মুদ্রিত